ষ ট ক গু চ্ছ

ষটকগুচ্ছ

মজিদ মাহমুদ

shatokguchchho

A collection of Bengali poems by

Mozid Mahmud

গ্রন্থস্বত্ব: মজিদ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০২১ বৈশাখ ১৪২৮

প্রকাশক

কলিকাতা লেটারপ্রেস

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

বিপণন কেন্দ্র

বই ক্যাফে কলিকাতা

৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

যোগাযোগ

৯৮৩১৪০২৩৩১ | kolikataletterpress@gmail.com

মুদ্রক

সারপাস এন্টারপ্রাইজ

প্রচ্ছদ

মারুত কাশ্যপ

১৫০ টাকা

কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত

‘তোমরা থাকো অমর গাঁয়ে
হৃদয়ে অমলিন সুপ্ত
মুখরিত এখানে বায়ুর গতি
আমরা রয়েছি চুপ তো!’

১

প্রতিদিন তুমি এখনো মজিদ কাঁদছ তোমার ভাগ্য দোষে
কত মানুষের সাজানো বাগান চোখের সামনে যাচ্ছে ধসে
মৃত্যুর কোলে পরম শান্তি কিংবা তাদের আপন জন
কাল ছিল যারা পরামানন্দে আজ নেই তার গৃহের কোণ
ঈর্ষা অনল বুকের ভেতর স্বপ্নের ঘোর প্রতিশোধের
শকট এবার প্রস্তুত দ্বারে উঠে পড় নেই সময় ঢের।

২

জয়ের মাল্যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছ নিত্য রোজ
কালের গর্ভে ধূলায় মলীন বীরের খেতাব পায় না খোঁজ
যারা ছিল এই ভূমির উপর গর্বোদ্ধত পদচ্ছাপ
বর্ম তাদের পারেনি রাখতে বিলিন হয়েছে কৃপাণ খাপ
অথচ তোমার ভাবনা অলীক থাকবে এখানে চিরটি কাল
ইতিহাস থেকে নেবে না শিক্ষা অপেক্ষা করো হাজার সাল।

৩

দুঃখ করো না পর্দা পড়ছে চলে যাবে সব যবনিকায়
তুমিও ছিলে না মঞ্চের পরে ফিরে যেতে কেন বলছ হায়
কেউ চিরদিন থাকে না হেথায় কুশীলব জানে সূতার টান
অভিনয় শেষে বিদায় ভাবনা ভেঙ্গে দিচ্ছে হৃদয় খান
তুমি মোটে নও আসল বাদশা ভাবখানা যেন কিং লিয়ার
মজিদ তোমার মুর্খতা দেখে অন্য কাউকে বলি কি আর!

৪

এসেছে এখন বার্ধক্য কাল মিলনের দিন আগেই শেষ
তবু বেঁচে আছে পূর্বের স্মৃতি বুকে ধরে সেই মধুর রেশ
জগতে যে-সব হৃদয়-হরণ সুন্দরী নারী পুষ্পময়
কালের গর্ভে তাদের অস্থি লোল চামড়ায় লাগছে ক্ষয়
অস্তাচলের দিনের সূর্য নামবে এখনি রাতের ঘোর
মজিদ এখনো বিড়ালতাপস কাটেনি দ্বন্দ্ব কামনা তোর।

৫

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময় দ্রুত পাচ্ছি না তার নাগাল খুব
পতিত হচ্ছি প্রত্যহ ঠিক যার নিমিত্তে কাটছি কূপ
নিজের জন্য কর্মের ফাঁক অন্যের খেতে দিচ্ছ চাষ
মুক্তি তোমার দূর-পরাহত নিজ-গর্দানে পড়ছ ফাঁস
সময় তোমার আসন্ন আজ এখনো হয়নি কবর শেষ
সত্যি মজিদ অজ্ঞ বলেই নির্ভয়ে কাটে জীবন বেশ।

৬

প্রকৃতপক্ষে তোমার সঙ্গ জীবনে পেয়েছি কতটি বার
যত না পেয়েছি ভেবেছি অনেক শংসয় ছিল পাব তো আর
হতাশ হয়েছি বঞ্চিত প্রেম থাকল কি আর ধরার পর
স্বপ্নের ঘোরে কাটল জীবন অপূর্ণ তাও শূন্য ঘর
এখন বুঝেছি ভীষণ যাত্রা অন্ধকারের নিকষ পথ
সে-সব একাই পেরিয়ে যাচ্ছি বৃথা অপেক্ষা শূন্য রথ।

৭

সঙ্গে এসেছে বরাভয় যত—আনন্দে দিন করছি পার
অনেক আগেই বাড়-বাড়ন্ত নিইনি এখনো হিসাব তার
যারা এসেছিল সঙ্গী সুহৃদ একে একে সব যাচ্ছে ঘর
দিনান্তে এসে অনুভব হলো সকলে আমরা ছিলাম পর
যাত্রা পথের পথিক সকলে পরিচয় ঠিক নদীর ঘাট
এখানে তোমার শয়ন মজিদ প্রস্তুত আছে কাষ্ঠ খাট।

৮

যে-সব বিহগ নীড় সন্ধানী সারা দিনমান গাইছে গান
চঞ্চু রেখেছে পালকের ওমে বিভোর গাইছে প্রেমের গান
তটিনীর তীরে শামুক চয়ন স্বচ্ছতোয়ায় রেখেছে ঠোঁট
সন্ধ্যাবেলায় দেখেছে রাখাল ঘরফেরা গরু গোধূলী গোট
এসব দেখেও শেখেনি মজিদ রইছে হৃদয়ে ঘরের শখ
যতই নিজেরে চালাক ভাবছ তুমিও এখানে ঝড়ের বক।

৯

জানতে চেয়েছ বহুদূর হতে—এখনো কি আমি আগের মতো
এখনো কি জাগি বিনিদ্র রাত মুগ্ধ তোমার প্রেমিক নত
হাতড়ে অতীত স্মৃতির দুয়ার স্মরণ বেলায় পেলাম টের
সত্যি আমার কেটেছে সময় সেই বালিকার জন্য ঢের
সে-সব অনেক পুরনো বন্ধু—নেই ধরাধামে সেই মজিদ
বিদায় নিয়েছে ব্যর্থ প্রেমিক এখন সে-জন যাচ্ছে নিদ।

১০

ক্ষমতা-গর্বে গরিয়ান তুমি দম্ভে পড়ে না মাটিতে পদ
বায়ুর সঙ্গে ধূলি হয়ে যাবে—সচিব মন্ত্রী বা সাংসদ
দুএক কলম পদ্য লিখেই ভাবছ নিজেকে খৈয়াম শাদি
প্রতিদিন পথে হারিয়ে যাচ্ছে এমন অনেক ভেড়ার নাদি
অনেক বুদ্ধি অনেক অর্থ সবার উপরে আসন চাও
আপন হস্তে পারবে না নিতে শেষ বিদায়ের কাফনটাও।

১১

সবার সঙ্গে বিবাদ তোমার আপনাকে ভাব পাক ও পুত
নিজের যা কিছু সুন্দর অতি অপরের বেলা দেখছ খুঁত
সন্তানাদির কর্মে ও জ্ঞানে মনে করো তুমি শ্রেষ্ঠ ঠিক
অন্যরা সব বেকুব-মূর্খ অনুগ্রহ হবে তোমার দিক
তুমিও মজিদ গোষ্ঠের সেই গোপালক এক কৃষ্ণ ঠান
দুকান তোমার কাটা গেছে কবে গাইছ তবুও নিজের গান।

১২

অনেকের খুব জানতে ইচ্ছে পেয়েছি কি আমি পূর্ণ সুখ
অপরের ঘরে সুন্দরী দেখে একটু আমার কাঁপেনি বুক
চেয়েছি কখনো অঢেল বিত্ত অন্য জীবন অর্থময়
সত্য প্রকাশে বিরত ছিলাম পেয়েছি অনেক রাজার ভয়
এসব হয়তো জীবন-ধর্ম লোকে লোকে বাজে একটি সুর
বাসনার ঘায়ে কাতর মজিদ তবু দেখেছিল অনেক দূর।

১৩

তিরোহিত আজ শব্দ ও ধ্বনি কেবল শুনছি একটি সুর
সারা দেহ মন ব্যাকুল আজিকে তুমি আছ প্রিয় কতটা দূর
পশ্চাতে ফেলে এসেছি এখানে রাখিনি শূণ্য ঘরের টান
এখন আমার মিলনের কাল উতালা হয়েছে হৃদয় খান
জায়া ও জননী পুত্র-কন্যা বন্ধুরা সব ঘরের লোক
অতীতে মজিদ সবার সঙ্গে এখন কেবল তোমার হোক।

১৪

স্মৃতি সমুদ্রে উঠেছে তুফান শরীরে জেগেছে ভাটির টান
যারা ছিল সাথে তরুণ প্রভাতে তারা আসে সব হরকা বান
বন্ধু তোমার সঙ্গে হয়তো আচরণ ছিল অসঙ্গত
সেই অপরাধে গোধূলী বেলায় যন্ত্রণা আনে হৃদয় ক্ষত
মাটি ও জলের কাদার পুতুল পরিত্যাগ করে যাচ্ছি হায়
সব মেশামেশি শরীরের সুখ অহেতুক জানে মজিদ তাই।

১৫

গুপ্ত তোমার সহস্রকলা দেখিও না বঁধু পুনর্বার
অনেক দেখেছি মানব-জীবনে চাই না বন্ধু দেখতে আর
দেখেছি জন্মে যুদ্ধ-বিগ্রহ মন্বন্তর জীবন ক্ষয়
হয়েছি এবার গৃহকোণবাসী পেয়েছি ভীষণ করোনা ভয়
কত যে তোমার সাঙাৎ বাহিনি কত কি যে তুমি দেখাবে হায়
পদে পদে দিলে লাঞ্ছনা শুধু পায়নি মজিদ চরণে ঠাঁই।

১৬

চলে যেতে হবে পশ্চিম পানে সূর্য যখন বসবে পাটে
এখন যদিও সময় খারাপ বাঘের ওষ্ঠ বিড়াল চাটে
হয়তো তোমার অর্জন থেকে তস্কর নেয় সুনাম কেড়ে
হয়তো তারাই গালি দিয়ে বলে মালাউন বা যবন নেড়ে
তুমিও ভাবছ চোর সমিতির সম্পর্কের বহর দেখে
ভুলো না মজিদ চলে যাবে তুমি বিদায় লগ্নে সবটা রেখে।

১৭

সবাই যাচ্ছে যার যার মতো আমি হারাচ্ছি তাদের ঠিক
জানি না এসব হারানো বস্তু আসবে কি ফিরে আমার দিক
নিজের মধ্যে লুপ্ত কিশোর স্মৃতি জাগানিয়া প্রেমিক কাল
বিলিন হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত বদলে যাচ্ছে দেহের হাল
তাহলে চরম হারানোর দিনে হৃদয়ে আসছে এতটা ভয়
দৃশ্যান্তরে ছিলে একদিন থাক নিশ্চিত মজিদ কয়।

১৮

ভিক্ষা ভাণ্ড পূর্ণ তোমার মেটেনি তবু চোখের সাধ
উপচে পড়ার সময় তবু আহাউহু করো আর্তনাদ
পাত্র তোমার পেটের মাপের কিংবা গর্ত সামান্যই
বোঝাই কিংবা খালাসের পর সংরক্ষণে জায়গা কই
এবার তোমার গুটিয়ে নেবার দিন অবসান লগ্ন শেষ
পথের মধ্যে হাত প্রসারিত মজিদ ধরেছে ভগ্ন বেশ।

১৯

তাদের সঙ্গে একাকী মজিদ কিভাবে করবে যুদ্ধ-রণ
সরাই খানায় সুরাহি পাত্র মিত্ররা ছুঁয়ে করে যে পণ
সরকারি সব সংঘের কবি কিংবা পাতার সম্পাদক
প্রমিত বানান গ্রন্থকেন্দ্র কবি-ভবনের পয়-সাধক
যেহেতু তোমার কর্তিত ঠোঁট সত্য প্রকাশ নির্বিকার
সেহেতু তোমার প্রভুত ত্রুটি সরাই খানায় হয় প্রচার।

২০

অজস্ররূপ কান্তমূর্তি হৃদয়ে এসেছ মহৎ প্রাণ
বঞ্চিত আছি সঞ্চিত ধন দুর্দিনে তাই পাইনি ত্রাণ
কপাট খুলেছি সান্নিধ্য পেতে দৃষ্টি আমার অন্য দিক
যখন তোমার অন্নপ্রাসন আমার তখন শ্রাদ্ধ ঠিক
তাই চিরদিন রয় প্রবাহিত মজিদ তোমার চোখের জল
আসে না কখনো মিলনের দিন ধরনী এখানে অসীম ছল।

২১

তুমি আছ প্রিয় অন্য প্রান্তে অন্য শরীরে করছ বাস
তোমার নিকট যেতে চায় মন যুক্তি বিশেষ মানে না রাশ
শরীর তখন কামনা-কাতর থাক না যখন দেহের কাছ
যখন আমার মাংসের সাধ তুমি তুলে ধরো সুস্বাদু মাছ
কদাচিৎ মেটে তীব্র বাসনা পাইনি জীবনে মিলনে সুখ
মজিদ তোমার মনঃস্তত্ব দিয়েছে তোমায় অশেষ দুখ।

২২

নিজে চলে গেছ ভীষণ বিপথে আমারে খুঁজেছ পথের মাঝ
প্রতিজ্ঞা ছিল একত্রে চলা ঘন-অরণ্যে নেমেছে সাঁঝ
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ ভরা তটিনীর গর্জন শুনি ঘোর আঁধার
এখনো কি আছে সময় তেমন সাক্ষাৎ হতে পারে আবার
তোমার জন্য পথ ও মতের পার্থক্য নেই অন্ধি সব
আমায় এখানে নির্জনে রেখে কোথা সাজাচ্ছ ফুলের টব।

২৩

প্রতিদিন শুনি গ্লানি ও গালি অভিযোগ কর স্বার্থপর
বলি প্রিয়তমা কেবল যাঞ্চা তোমার সঙ্গে বাঁধব ঘর
এতটা ভাগ্য বন্ধু তোমার উমেদারি করে লক্ষ লোক
সবার জন্য অকৃপণ তুমি আমার বেলায় খেয়েছ চোখ
স্বার্থ আমার যুক্ত আজিকে বিপরীত কেন ফেরাও মুখ
এই ধরাতল রসাতলে যাক তোমার সঙ্গে আমার সুখ।

২৪

নিশিম রাত্রি জাগ্রত তুমি একাকীত্বের দীর্ঘ বাস
শত সহস্র বছর অন্তে ভাবছিলে মনে চিন্তা খাস
উচিত কর্ম ছিল কি তোমার এই ধরণীর জীব ও জড়
ভেঙে কি পড়বে ধরায় এমন নৈরাজ্যের তাসের ঘর
মানুষ এখানে বুদ্ধিবন্ধী যুদ্ধ বড়াই খাদ্য বীজ
হতাশ মজিদ ক্ষুণ্নিবিত্তি তুমিও ধরেছ আজব চিজ।

২৫

যারা অনেকের রক্ত মাংস পান করেছিল জগৎ পর
এই পৃথিবীতে অক্ষত নেই তাদের জীবন তাসের ঘর
মৃত্যুর ভয়ে কম্পিত ছিল চেঙ্গিস মুর সিকান্দার
যত বড় আজ হও না জালেম তুমিও এখানে পাবে না পার
এখনো মজিদ কিছুটা সময় প্রাপ্য রয়েছে তোমার ধন
পরাজিত তুমি হবে না কখনো শিগগির হও সংশোধন।

২৬

জানি না বন্ধু করণীয় ঠিক ঘোর অমানিশা অন্ধকার
এসেছি ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ রাত্রে তুমি গৃহে নাই বন্ধ দ্বার
বজ্রে যখন আলো চমকায় তোমায় দেখেছি দূরের রথ
সঙ্গে চতুর সারথি যে জন ভুল করে নেয় অন্য পথ
সব ছেড়েছুঁড়ে এসেছি এখানে নেই ত্রিলোকে আর তো কেউ
যার ভরসায় পন্থে মজিদ দরোজায় খিল দিয়েছে সেও।

২৭

জানতে চেয়েছে নতুন কালের সর্ব তরুণ বন্ধুজন
বিদায় বেলায় হয়নি করুণ উদাস সিক্ত মনের কোণ
বলছি তাদের তরুণ কিশোর একটি বৃক্ষ ফলের শখ
তার জীবনের উৎসে যাবার নয় নিষ্প্রাণ মাটির চক
জগতের ভাব দুঃখ বেদনা যারা আনবে নতুন প্রাণ
মজিদ থাকবে তাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন নাড়ির টান।

২৮

তোমার সঙ্গে ব্যবসা যাদের বাজারে বিকায় অল্প দামে
তারাই তোমায় করেছে নিলাম পণ্য মূল্য জ্ঞাপন নামে
লোক পাঠাচ্ছে সকাল বিকাল আমার বাড়ির ফটক দোরে
বলছে রাজার পুরোত সিপাই আস্ত আমায় আনতে ধরে
ওদের সঙ্গে এক বাজারের চালান-ফর্দে দিইনি দাম
প্রশ্ন করেন বিস্ময়ে তাই—কিসের জন্য মজিদ নাম।

২৯

শিক্ষা তোমার হয়নি মজিদ নিত্য করছ নতুন ভুল
তন্তুবায়ের মাকুর সূত্র দেখেই ভাবছ প্রিয়ার চুল
এতেই তোমার পূর্ণ তৃপ্তি নির্গত হয় সকল জল
এখনো রয়েছে সব মধুরিমা দেখলে কেবল উপর তল
প্রিয়ার সঙ্গ পাবে না কখনো হও যদি তুমি ধৈর্যহীন
মজিদ পাবে না পরম তৃপ্তি গভীর ভাবনা ভেবেছে ক্ষীণ।

৩০

জন্ম আমার হয়েছিল এক নদী-বেষ্টিত বদ্বীপ-ঘর
বিহঙ্গ হয়ে চেয়েছি বাঁচতে উড়ে যেতে দূর গৃহান্তর
নদী উপকুলে হাঁটতে চেয়েছি খাদ্য গ্রহণ একটি মাছ
চিনতে চেয়েছি প্রতি প্রান্তর জন্মভূমির প্রতিটি গাছ
যদিও এখানে বর্গির হানা রৌদ্র বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাস
মানুষের ছিল লালসা প্রচুর তথাপি মজিদ পায় সুবাস।

৩১

আমিও ছিলাম এই নদী পাড়ে লিখে রেখ নাম যত্ন করে
আমার মতন তুমি একদিন এই জনপদ একলা ছেড়ে
এই মৃত্তিকা ভালোবেসে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুত
এখানে একটি বালিকার প্রেম কাহিনি এখনো জনশ্রুত
হেঁটে বেড়াচ্ছ প্রান্তরে খুব চোখ ইশারায় সকলে কাত
এখন তোমার দিনের সূর্য আমার এখন গভীর রাত।

৩২

অশ্রু সজল বন্ধু আমার এখনই ফেল না পুরোটা জল
কেবল তোমার কান্নার শুরু সহজে প্রেমের পাবে না তল
এখানে আমরা পথিক সকলে পরিচয় হল দৈবক্রম
প্রয়োজন যাকে হয়েছে যতটা তাকে বলেছি হে প্রিয়তম
দুজন লোকের সন্ধির ফলে তুমি এসেছিলে ধরার পথ
মজিদ জেনেছে প্রস্থান বেলা থাকবে না কেউ মুছতে ক্ষত।

৩৩

প্রজাপতি যায় রঙিন পাখায় দুরন্ত দিন উজ্জ্বলতা
ডানায় যে তার আঁকছে স্বাধীন জন্মদানের করুণ ব্যথা
মথের জীবন অবিশ্বাস্য এক জীবনের দুইটি প্রাণ
জাগল সকাল তন্ত্র উড়াল নিচ্ছে অযুত ফুলের ঘ্রাণ
অল্প জীবন কর্ম অনেক বিচিত্র সব কুসুম কাল
মজিদ তোমার রঙিন পক্ষে সাম্য-সুষম উড়ার তাল।

৩৪

সারি সারি যত গাড়ি রাখা আছে বরযাত্রীর লেগেছে ধুম
তোমার জন্য আছে ভুরিভোজ প্রতীক্ষায় নেই গভীর চুম
আগমন যার বরের সঙ্গী শ্যালিকারা কেউ করবে খোঁজ
ভালোবেসে কেউ একান্ত এসে কণ্টকসহ দেবেন রোজ
এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বাদশা হবেন একটি বার
মজিদ তোমার সে সব দিনের পুনরাবৃত্তি হবে না আর।

৩৫

শহরে নতুন হুজুর এসেছে দাপটে প্রবল করছে বাস
ফতোয়া দিচ্ছে উঠতে বসতে এবার মজিদ সর্বনাশ
মসজিদে যারা যাচ্ছিল রোজ নামাজ কালম ঈমান ঠিক
তারই পড়ছে রোসানলে তার কাফের ফতোয়া প্রাত্যহিক
উল্টে দিচ্ছে পুরনো আদব বাপ-দাদাদের ধর্ম-ধিক
ভুল করেছিল অতীতে সকলে বলছে কেবল তারটা ঠিক।

৩৬

হতে পার তুমি পিতা ও পুত্র কিংবা সঙ্গ প্রিয়তমায়
এই দুনিয়ায় বিরল ভাগ্যে বন্ধু পেয়েছে কয় জনায়
সব ছিল একা জগৎ সংসার ছিল না খোদার বন্ধুজন
করলেন তিনি মুহম্মদ-কে হাবিব রূপে তাই সৃজন
মজিদ তেমন এই দুনিয়ায় মন্দ ভাগ্য একলা লোক
মিত্রবিহীন ছিল বহুদিন এবার তোমার বন্ধু হোক।

৩৭

একটা ঈদে কোরবানি তোর হরেক রকম দ্বিধার ফল
নিজের সাথে বিচার শেষে বাছলি তবু পশুর গল
ম্যাগডোনাল আর কসাইখানায় রগরসা সব মাংস খুব
প্রকাশ্য সব হত্যা ছাড়াও গোপন যজ্ঞ হয় বেকুব
হত্যা যখন নিজের জীবন খাদ্য গ্রহণ পুত্রব্রত
স্রষ্টা তখন সহায় হবেন যতই থাকুক ভিন্ন মত।

৩৮

লোক পাঠিয়েছে পাড়ার হুজুর মসজিদে কেন গর হাজির
জানতে চাচ্ছে দারোগা সাহেব মাথার উপর কয়টা শির
উল্টা-পাল্টা লিখছ পদ্য বেপথে নিচ্ছ বান্দাদের
কপালে তোমার খারাবি ভীষণ পস্তাবে পাছে কান্না ঢের
বাঁচতে চাইলে যেতে হবে রোজ সকাল-সন্ধ্যা খোদার ঘর
হুজুর পুলিশ প্রভুর আপন—মজিদ থাকল কেবল পর।

৩৯

হাতের রেখায় ভাগ্য তোমার এঁকে দিয়েছেন কর্মকার
অঙ্গে যতই পাথর ধারণ নেই অন্যথা ধর্মতার
ভাবছ হয়তো নেই যেহেতু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অন্যরূপ
অদৃষ্টে হাত উর্দ্ধে পোষণ কর্মবিহিন থাকবে চুপ
মৃত্যু পথের যাত্রী মাথায় ভাবলে যখন মরার ঠাঁই
তথাপি মজিদ নতুন খাতায় নিজের ভাগ্য লিখতে চায়।

৪০

সন্ধ্যা নামছে আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিক
হানছে প্রবল হৃদয়ে আঘাত মজিদ করেনি মোকাম ঠিক
সূর্য ডুবছে আঁধার কৃষ্ণ হারিয়ে যাচ্ছে সকল রস
এখনো তোমার খ্যাতির ভ্রান্তি এখনো ভাবছ আসবে যশ
বরং এবার পরিত্যাগ করো গৃহ বাসনার মিথ্যা ছল
বিলম্ব নয় সাড়া দাও ডাকে আর দেরি নয় একলা চল।

৪১

দুনিয়ায় যারা বাদশা প্রতাপ দণ্ডমুণ্ড অধিকর্তা
কানুন তাদের মস্ত কঠিন চুন থেকে পান খসলে হত্যা
গোলামী তাদের অতি পছন্দ চাটুকার যত করছে ভিড়
রাজার উষ্টা তৈল মর্দন সমাপ্ত করে খাচ্ছে ক্ষীর
যেহেতু নৃপতি জগতের তুমি কেউ একজন বিরাজমান
উঠতে বসতে পরমেশ্বর অথচ মজিদ টানছে কান।

৪২

সৃষ্টি তোমার পরমানন্দে বুদ্ধি বিবেক দিয়েছ ঠিক
কিন্তু তোমার হক দাবিদার রাস্তা দেখায় অন্য দিক
পারব না কেন চলতে স্বাধীন আরাধ্য সেই আস্তানায়
নিশ্চিত সব বলেন কেমন সেখানে তোমার রাস্তা নাই
বলছে সবাই ভ্রান্ত মজিদ গোমরাহি এক নাফরমান
বুঝবে কি আর দল সেবকরা পুত্র পিতার নাড়ির টান।

৪৩

পাঠ্যবইয়ে কিংবা হাজার পড়লে কিতাব জ্ঞানার্জন
শিখছ ধর্ম বহু দর্শন ভাষা রহস্য উদ্বোধন
চাইছ মস্ত পণ্ডিত হতে ভাবছ অনেক লাগাবে তাক
এই দুনিয়ার সকল মানুষ উঠতে বসতে বাজাবে ঢাক
তথাপি তোমার বিশাল জ্ঞানের মূর্খতা এক সামুদ্রিক
বুঝেছে মজিদ পাণ্ডিত্যের রহস্য সব সাজে না ঠিক।

৪৪

এই বসুধায় জীবন আসছে আনন্দময় উৎস থেকে
দুই মানুষের চরম সুখের সত্য প্রকাশ রাখলে ঢেকে
পুষ্প ফোটার অমোঘ দিনের বায়ুর প্রবেশ নিরন্তর
বৃথায় ভাবনা সারাটা জীবন অহেতুক গেল মজিদ তোর
সমুদ্র থেকে পানির সঙ্গে ঘুরতে পারিস আকাশ ময়
না হয় পতন বৃষ্টি হতিস বিহঙ্গ হলে কিসের ভয়।

৪৫

কত যে রাত্রি নির্ঘুম গেছে ভেবেছি তোমায় পাব না আর
হয়তো আমার অপূর্ণ রবে জন্মগ্রহণে সারৎসার
প্রথম যেদিন পড়ন্ত বেলা মেঘ করেছিল ঈশাণ কোণ
একটু হাসির বিদ্যুচ্চমক আসাড় করল প্রেমিক মন
স্বর্গের এক দেবদূত এসে কানে কানে বলে—এই তো সেই
হারিয়ে ফেলছ যাত্রার কালে—তার প্রেম ছাড়া মজিদ নেই।

৪৬

যখন আমার শরীর অসাড় চলতে ফিরতে অক্ষমতা
তখন তোমার সঙ্গে প্রণয় হয়তো আসল কর্ম-তথা
মিলন আমার সূত্র মেলার নয় তো মোটেও আসল কাজ
শরীর যখন কর্মবিহীন তখন স্মরণ তোমায় আজ
বহু-বর্ণিল পাপড়ি ফুলের আহর্নিশ দেয় মধুর খোঁজ
সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের খাদ্য মজিদ মিলছে রোজ।

৪৭

প্রতি মানুষের উচিত মজিদ অরণ্যে থাকা বছর কয়
দূর হতে পারে মানব মনের লোভ লিপ্সার জীবন ভয়
বৃক্ষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ অভিযোগহীন রাত্রি বাস
জীব-জগতের প্রাণোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে জীবনাভাস
এই পৃথিবীর বস্তনিচয় এক উৎসের ভিন্ন রূপ
প্রাণ বৃক্ষ বিহগ মানুষ অরণ্যে এসে দেখে স্বরূপ।

৪৮

দূর কাননের স্বপ্নে বিভোর স্রোতস্বিনী কি ছন্দহীন
জীবন এমন নয় তো মোটেও বিরূপ বিষাদ গন্ধহীন
বাতাস বইছে সুর সমুদ্রে লক্ষ জীবন সন্তরণ
ধ্বনির নিনাদ অসীম সময় করছে ধারণ মন্দ্র ক্ষণ
দেখছে হয়তো সুরের বাদক কাষ্ঠযন্ত্রে তুলছে সুর
গোপন গভীর প্রণয় কাণ্ডে মজিদ থাকছে কেন বা দূর!

৪৯

জাহাজ ছাড়ার হুইশিলে শিস বাজিয়ে দিচ্ছে ইস্রাফিল
নোঙর আগেই তুলছে সারেঙ ভাঙ্গা দুয়ার বন্ধ খিল
বস্তুনিচয় চিন্তাবিশ্ব সম্পর্কের শরীর গিট
ছিন্নভিন্ন পুরনো-জীর্ণ মান-মন্দির তীর্থ পিঠ
ছুটছে সবাই উর্ধ্বাশ্বাসে দিগম্বরের চিহ্নহীন
পাগলা ঘন্টা বাজাও মজিদ ঈপ্সিত সেই নতুন দিন।

৫০

এখনো মজিদ রইছ সদায় জীবন্ত প্রাণ মৃত্যুপণ
মৃত্যুভাবনা বৃথায় কমায় উপভোগ্যের প্রতিটি ক্ষণ
ধরনীতে পদ রাখার পূর্বে ভাবনা কি তোর স্মরণ হয়
দেহের আদল ক্ষয় না করলে ঘুরবি কেমনে জগৎময়
এখনো তোমার মানব আদল ভাষার জগৎ হস্ত পদ
উপলব্ধির ভেলায় সাঁতার পেরিয়ে যা তুই সপ্ত নদ।

৫১

করছ সত্ত্ব আনুগত্যের নেই পত্তন মালিকানার
কখন আমায় করেছ নিজের বলছ সে-সব নেই জানার
দাসির ঘরের পুত্র-কন্যা কেবল তোমার সেবক দাস
পান থেকে চুন খসার পূর্বে আইন করছ গলায় ফাঁস
প্রেম ধর্মের যুক্তি দেখাও পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠতর
সবার বেলায় ক্ষমার ধর্ম আমার বেলায় মজিদ পর।

৫২

জীবন তোমার অভিজ্ঞতার মন্দ্র-প্রকাশ নিত্য দিন
প্রত্যাগমন কিংবা আগম কুশীলবদের দৃষ্টি ক্ষীণ
উন্মোচনের সূত্র ধারণ তবু থেকে যায় কুয়াশাময়
এই মনে হয় চিনেছি অনেক পরক্ষণেই অধরা রয়
এখন বুঝেছি মেহমান আমি প্রতিটি ভোজের দস্তানায়
খাদ্যগ্রহণ করহ মজিদ বর না হলেও সস্তা নাই।

৫৩

আনন্দময় জীবন-উৎস দুঃখের ভাঁজে রেখ না ভাই
সাগর-গগন মিলনের কালে তুমি বিপরীত থেকো না তাই
তোমার যখন দুঃখ-বিষাদ অন্য কোথাও ফল্গু বয়
সকল প্রাণের কেন্দ্রে তোমার প্রাণ অফুরাণ প্রবাহ রয়
মনটা তোমার জাগ্রত করো দুই হাতে নাও নিয়ন্ত্রণ
গিরি-পর্বত আঁধার বাঁধন উপভোগ করো প্রতিটি ক্ষণ।

৫৪

নৌকা নুহুর ভাসার জন্য শেষ মেরামত সম্পন্ন
আসছে বন্যা খোদার গজব অসহায় নবী অবসন্ন
খোঁজ নিচ্ছেন রাত্রি ও দিন ত্রস্ত্র ব্যস্ত সকল প্রাণ
মাকলুকাতের সৃষ্টি সকল কিস্তি ভাসান বাদ না যান
ক্ষুদ্র বৃহৎ কেউ নেই বাদ নিশ্চিত সব আসন ঠিক
তবুও নুহুর মন ভালো নেই মজিদ যাচ্ছে অন্য দিক।

৫৫

কথার বাঁধন ছিঁছকে কাঁদন আর কতদিন শুনতে হবে
কাব্য-হুজুর মাইক হস্তে রাসভ-নিনাদ দিচ্ছ তবে
এতদিন তুমি কাব্য লিখতে কাগজের ভাঁজে ছিল তো বেশ
এখন তোমার গণ যোগাযোগ ধ্বনির গন্ধে কটূ আবেশ
বুঝি না তোমার বলার আকুতি অর্থহীন সব বাক্যবাণ
এতটা বেহায়া হয়ো না মজিদ যত্রতত্র কথার বান।

৫৬

তোমার সঙ্গে মিলনের সুখ কবেই দিয়েছি বিসর্জন
বক্ষ বেদন উরুর অসুখ অনেক করেছি জ্ঞানার্জন
যখন আমার কাঁদত শরীর ভাঙত হৃদয় তীব্রতায়
তখন তোমার দেমাগ বহুত রাত্রি নিশুত ব্যর্থতায়
ত্যাগ-তীতিক্ষা গোপন সঙ্গ নির্জনে তাই বেঁধেছি ঘর
মজিদ এবার প্রণয় তোমার দুঃখ দেবে না নারীশ্বর।

৫৭

দুনিয়ার সব সুন্দর মেয়ে রূপ যৌবন হৃদয় কাড়া
একটু আমার সঙ্গ সুধায় পত্র লিখছে গোপনে তারা
নিত্য করছে করুণ মিনতি বান্ধবীদের অন্য সুর
প্রকাশ্যে দাবি করছে যদিও আমি ফিদা তার সারা দুপুর
প্রত্যাখানের কষ্ট প্রভুত ভেঙ্গেছে যার হৃদয় খান
মজিদ শিকার সেই অধরার ভাঙ্গে না যার কিছুতে মান।

৫৮

এই দুনিয়ার রূপ সৌরভে আনন্দ পায় মজিদ ঢের
লোভ দেখাচ্ছে নিত্য হুজুর হুর-পরীদের বেহেশতের
এই পৃথিবীর সকল বস্তু মায়ার বাঁধন আসল নয়
মরার পরের জগত জীবন অক্ষত রয় হুজুর কয়
জীবন বীমার দালাল বোঝায় প্রিমিয়াম নেন ভবিষ্যৎ
সেই ভরসায় নিচ্ছে মজিদ মৃত্যুর পরে বাঁচার মত।